ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ
শিক্ষার্থীদের জন্য এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ

জিনকে বশ করার আমল

٧٨٦			
٤٤	٢٥	٢	٧
٦	٤	٢٤٧	[illegible]
٢٤٩	٢٤٤	٨	[illegible]
٤	٥	٢٤٥	[illegible]

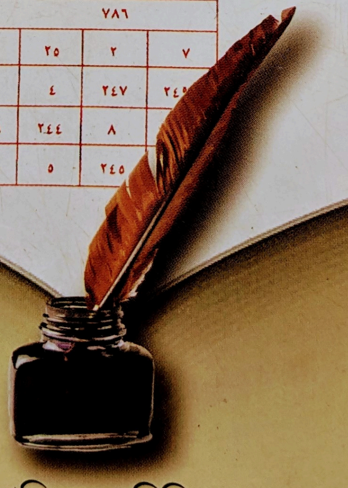

বিশিষ্ঠ মুদাব্বির ও চিকিৎসক
মাওলানা মুফতি নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ

শিক্ষার্থীদের জন্য এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ

জিনকে বশ করার আমল

সংকলনে ও সম্পাদনায়
বিশিষ্ট মুদাব্বির ও চিকিৎসক মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী

প্রকাশক:
নিঝুম ইসলাম মিনা

প্রকাশকাল:
জুলাই মাস ২০২৩ ইংরেজী

কম্পোজে:
মুফতী নাঈমুল ইসলাম দুর্গাপুর বটতলা মাদ্রাসা

গ্রন্থস্বত্ব:
(লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

যোগাযোগঃ-০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

সূচিপত্র

জিনকে বশ করার আমল......৬
যে কোন আমলের জাকাত আদায় করার সহজ উপায়......৬
জাকাতের পদ্ধতির বর্ণনা......৭
জিনকে বশ করার এক নাম্বার উপায়......৯
জিনকে বশ করার দ্বিতীয় পন্থা......১০
জিন বশ করার তৃতীয় পন্থা......১১
জিন বশ করার চতুর্থ পন্থা......১২
জিন বশ করার ৫ নং পন্থা......১৩
জিনকে বশ করার ৬ নং পন্থা......১৪
জিনকে বশ করার ৭নং পন্থা......১৫
জিনকে বশ করার ৮ নং পন্থা......১৬
জিনকে বশ করার ৯ নং পন্থা......১৭
জিনকে বশ করার ১০ নং পন্থা......১৭
জিনকে বশ করার ১১ নং পন্থা......১৮
জিনকে বশ করার ১২ নং পন্থা......১৯
জিনকে বশ করার ১৩ নং পন্থা......২০
জিনকে বশ করার ১৪ নং পন্থা......২১
কারীন জিনকে বশ করার পন্থাঃ-......২১

জিনকে বশ করার ১৫ নং পন্থা.. ২১

ওয়াশওয়াশ জিনকে হাজির করার উপায়ঃ-........................ ২১

জিনকে বশ করার ১৬ নং পন্থা..২২

জিনকে বশ করার ১৭ নং পন্থা ২৩

জিনকে বশ করার ১৮ নং পন্থা..২৩

জিনকে বশ করার ১৯ নং পন্থা.. ২৪

জিনের বাদশাকে বশ করার আমল.................................. ২৪

জিনকে বশ করার ২০ নং পন্থা..২৬

মুয়াক্কেল দ্বারা প্রতিটি জায়েয কাজ পূর্ণ করার উপায়.............২৬

জিনকে বশ করার ২১ নং পন্থা.. ২৭

যে কোন সময় মুয়াক্কিল হাজির করার আমল...................... ২৭

জিনকে বশ করার ২২ নং পন্থা..২৮

রুকাইয়াইল নামক মুয়াক্কিলকে হাজির করার উপায়.............২৮

আমলের নিয়মঃ- ২৯

জিনকে বশ করার ২৩ নং পন্থা ২৯

সূরা মুয্যাম্মিল দ্বারা জিন হাজির করার উপায় ২৯

জিনকে বশ করার ২৪ নং পন্থা..৩০

সূরা জিন দ্বারা জিনকে বশ করার উপায়...............................৩০

জিনকে বশ করার ২৫ নং পন্থা ৩১

মুমিন জিন হাজির করার উপায়ঃ- ৩১

শেষ কথা...৩২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّ الْعَالَمِيْنَ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি মানুষকে আশ্রাফুল মাখলুক বানিয়েছেন, আর সমস্ত মাখলুককে মানুষের খাদেম হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ যদি তার মনিবের হককে নষ্ট না করে, তাহলে সে যে কারো দ্বারা খেদমত নিতে পারবে এবং তারাও স্বইচ্ছায় খেদমত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, আর এর নজরিয়া অনেক অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবিরদের জীবনী থেকে পাওয়া যায়। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর যিনি জিন ও ইনসানের রাসূল, যার আগমনে সঠিক পথের দিশা পেয়েছে অসংখ্য মানুষ ও জিন।

জিনকে বশ করার আমল

যে কোন আমলের জাকাত আদায় করার সহজ উপায়

তদবীর জগতে সব সময় কঠিন,অস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম এবং প্রশ্নবোধক বিষয় থাকে, এই সমস্ত সমস্যার কারণে সবার অন্তরে চাহিদা থাকে যে, তার কাছে এমন এক শক্তি থাকবে, যার দ্বারা সে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করবে, এবং এর সাথে সাথে এমন লোকেরও সংখ্যা কম না, যারা চায় যে তারা এমন শক্তি অর্জন করবে যে শক্তি দ্বারা সে অন্যদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে এবং নিজেও রক্ষা পাবে। আর এই শক্তি কি ভাবে অর্জন করা যায়, তা জানার জন্য মানুষ ছুটে যায় বিভিন্ন লোকের কাছে। আর বাস্তব কথা হলো, কোনো আমল দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার পেতে হলে, ঐ আমলের রুহানী শক্তি অর্জন করা জরুরী, যত সময় আপনার কাছে রুহানী শক্তি না থাকবে, ততো সময় ঐ আমল দ্বারা ফায়দা অর্জন করা একটি কারামতি ব্যতিত আর কিছুই না। অন্যান্য এলেমের মতো তদবীর জগৎ ও আমলিয়াতের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন নিয়ম ও শর্ত, যার উপর রয়েছে এই আমলের ভিত্তি, আর প্রত্যেকটি আমল প্রস্তুত করার জন্য সীমাহিন মেহনত করতে হয়। আর তদবীর জগতে সফলতার জন্য যে, মূলনীতি লেখা হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেক হরফ ও আয়াত এবং নকশার জাকাত আদায় করা এক নাম্বার শর্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

জাকাত আদায়ের মূল শর্ত হলো, যে কোন আয়াত বা হরফ অথবা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতি নামকে এক লাখ পচিশ হাজার বার

নির্ধারিত শর্তে পাঠ করবে, তাহলে আপনি এই এক হরফ বা এক আয়াত বা আল্লাহ তা'য়ালার একটি সিফাতী নামের রুহানী শক্তি অর্জন করেছেন।

এখন আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আমলিয়াতের জাকাতের পদ্ধতি বর্ণনা করবো

পত্যেক হরফ ও আয়াত এবং আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতি নামের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা একেক জন ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আর এই এক এক জন ফেরেস্তার সাথে আছে আরো বহু ফেরেস্তা, আর এই ফেরেস্তাদের কাজ হলো এই আমলের প্রভাব প্রকাশ করা, আর এটা তারা করে আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে, আল্লাহ তায়ালার আদেশ ব্যতিত তারা কিছু করতে পারে না। এর উদাহরণ হলো, কোন এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে না বহুদিন ধরে, এখন কি করতে হবে? ইসলাম শিখিয়েছে যে, আমরা বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে বৃষ্টির জন্য নামায পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুআ করবো যে, হে আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দুআ কবুল করলে ফেরেস্তাদের আদেশ দিবেন যে, ঐ এলাকায় বৃষ্টি বর্ষন করো ফলে তারা বৃষ্টি বর্ষন করবে, বাস্তবতা হলো এই নামাযের রুহানী শক্তি দ্বারা আমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে ডাকি ফলে মনোনীত ফেরেস্তারা আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই ফেরেস্তা যাদেরকে এই শক্তি দেওয়া হয়েছে, তাদেরকেই **মুদাব্বিরদের ভাষায় মুয়াক্কিল বলা হয়।**

মানুষের স্বভাব হলো, সে যেই মানুষের সাথে প্রতিদিন স্বাক্ষাত করে তার সাথে তার ভালো সম্পর্ক হয়, এক পর্যায় একজন আরেক জনের বন্ধু হয়, আসতে আসতে সম্পর্ক আরো গভীরে চলে যায়। আমলের জাকাত আদাই করার দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, এক হরফ বা এক আয়াত বা একটি আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম বার বার পাঠ করলে এই আয়াত বা হরফ বা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নামের মুয়াক্কিল এর সাথে ভালো একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আর যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন একজন আরেক জনের প্রয়োজনের প্রতি খিয়াল রাখে। ঠিক তদ্রুপ আপনি যখন আমলের জাকাত আদায় করবেন, তখন মুয়াক্কিলের সাথে আপনার একটি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে, ফলে যখন আপনি ঐ হরফ বা আয়াত অথবা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম এর আমল করবেন তখন ঐ মুয়াক্কিল আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে তার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করবে। তাই তদবীর কারীর জন্য আমলের জাকাত আদায় করার থেকে ভালো কোন কাজ আর হতে পারে না।

আমলের নীতি অনুযায় কোন আয়াত বা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নামের জাকাত হলো, ৪০ দিনে এক লাখ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করবে। আর হরফের জাকাত হলো, ২৮ দিনে শেষ করবে, প্রতিদিন ৪,৪৪৪ বার করে পাঠ করবে। যেমন আপনি আরবী হরফ الف (আলিফ) এর জাকাত যদি আপনি আদায় করতে চান তাহলে প্রতিদিন ৪৪৪৪ বার পাঠ করতে হবে।

اجب یا اسرافیل بحق یا الف

যখন আপনি ২৮ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একই যায়গা, একই বৈঠকে এবং একই সময়ে এই কালিমা পাঠ করে নিবেন, তারপর থেকে আপনি আপনার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন, মোট কথা হলো আপনি এখন এই হরফের আমেল হয়ে গেছেন।

জিনকে বশ করার এক নাম্বার উপায়

আল্লাহ তা'য়ালার জন্য ৪০ দিন রোজা লাখবে আর এই ৪০ দিন আপনি নির্জন স্থানে থাকবেন, এই দিনগুলিতে মাছ, গোশ্‌ত, ঘি, মাখন, দুধ, দধি, লবণ ইত্যাদি খাবেন না, শুধু শাক শব্‌জি লবণ ছাড়া রুটির সহিত খাবেন। প্রত্যেক নামাযের পরে নিম্নের দুআটি ১০০ বার পাঠ করবে। আর প্রতিদিন এই দুআটি জাফরান কালি দ্বারা লিখে পানিতে ভিজিয়ে ঐ পানি দ্বারা ইফতার করবে, যখন ৪০ দিন পূর্ণ হবে, তখন আপনার নিকট হাজির হবে এই আমলের খাদেম প্রকাশ হবে বাঘের মতো করে, তাকে ভয় পাওয়া যাবে না, আপনি কঠর অন্তরে দুআটি পড়তে থাকুন, কারণ এই দুআ তার আকৃতির পরিবর্তন করে দিবে, আর সে আপনার সামনে প্রকাশ হবে কালো গোলামের মতো আর তার হাতে থাকবে লাল পাথর যা আপনাকে দিবে। এরপর থেকে আপনি যখন ঐ পাথর উলট পালট করে এই দুআ পাঠ করবেন, সে আপনার প্রয়োজন পুরনের জন্য হাজির হয়ে যাবে। দুআটি এইঃ

يَا بَنُوْخَ رَدِّ رَمُوْخٍ اَجِيْبُوْا وَعَجِّلُوْا اَنْتُمْ وَ ذُرِّيَاتِكُمْ بِحَقِّ سَمْعَاطِ
شَمُوْعٍ بَرْهُوْتٍ بَرْهِيْنٍ اَسْهِيْمٍ وَافْعَلُوْا اَيَّتُهَا الْاَعْوَانُ مَا اُمِرْتُكُمْ مِنَ

الْخِدْمَةِ مِنْ مُحِبَّةٍ وَ فَرَاقٍ وَ تَسْلِيْطٍ وَجَلْبِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَفَتْحِ
الْكُنُوْزِ وَجَلْبِ الْاَخْبَارِ أَيْنَ مَا تَكُوْنُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّٰهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

জিনকে বশ করার দ্বিতীয় পন্থা

আপনি আল্লাহ তা'য়ালার জন্য ৯ দিন রোজা রাখবেন, আর এ অবস্থায় মানুষ থেকে দূরে নির্জন ঘরে অবস্থান করবেন, হালুয়া ও ফল ব্যতিত আর কিছু খাবেন না। এই দিনগুলোতে নিম্নের দুআটি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর ১৭০ বার পাঠ করবেন, আর ঘুমানোর সময় দুই হাজার বার পাঠ করবেন। নবম দিনে প্রকাশ হবে আপনার সামনে এক খাদেম ব্যাঙ এর আকৃতিতে, আপনি তার কাছে চাবেন মহিলাকে বশ করা, যাদু নষ্ট করা, মুহাব্বত সৃষ্টি করা, অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গা,জিনকে বশ করা, জ্বর সারানো এবং জালেমকে পরাস্ত করা, এই বিষয় গুলো ফলে সে আপনাকে সাদা পাথর দিবে। এবার যখন আপনি ঐ পাথরটি নড়াচড়া করবেন, আর লোবানের ধোয়া দিবেন, তখন ঐ জিন আপনার সামনে এসে হাজির হবে আর আপনার প্রয়োজন পূরণ করে দিবে। তবে আমল করার সময় ও জিন হাজির করার সময় যে কোন সুগন্ধী ঘরে জ্বালাবেন। দুআটি এইঃ

اَقْبِلْ يَا دَرْيَائِيْلُ عَلَى الْاِفْرِيْتِ شَمْرِيَادْ بِحَقِّ أَهْ أَهْ يَاهْ يَاهْ هُوَ هُوَ اَللّٰهُ
الْاَحَدُ يَا بَنُوْخُ وَيَا شِيْقِيْدُ اَقْبِلْ بِحَقِّ سَمْرَادٍ وَتِبْرَادٍ وَ عَوْجٍ وَطِيْغُوْبٍ
وَفَاغُوْغٍ

জিন বশ করার তৃতীয় পন্থা

এই জিনটি হলো, শামছুল কারামিদ বিনতে মালিকিল আবইয়াদ, সে এক জন পরী, যার পিতা ৭ টি রাষ্ট্রের বাদশা যখন আপনি ইচ্ছা করবেন একে হাজির করার জন্য, তখন আপনার জন্য করণীয় হলো, একাধারে ১২ দিন রোজা রাখবেন। আর এই আমল চলা অবস্থায় আপনি খালি জাগাতে থাকবেন, যে স্থানে মানুষের কোন আওয়াজ থাকবে না, কোন ভবণ থাকবে না। এই কয়দিন আটার রুটি আর জয়তুনের তেল দ্বারা ইফতার করবেন। আর এই ১২ দিন গোসল করা বাদ দিবে না। এই ১২ দিন প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর ৭০ বার পাঠ করবে নিম্নের দুআটি। দুআটি এইঃ

اَقْسَمْتُ بِالْقَسْمِ السُّرْيَانِيِّ عَلَى مَلِيْحَةِ الْقَدِّ وَالْمَنْظَرِ ذَاتَ الْحَسَنِ
وَالْجَمَلِ الَّتِيْ اِذَا اَسْبَلَتْ شَعْرَدَلَالِهَا سَتْرَذَاتِهَا وَاِذَا اِبْتَسَمَتْ خُرِجَ
مَنْ فِيْهَا عُمُوْدٌ كَالنُّوْرِ اَقْبِلِيْ لِمُحَبَّتِيْ وَخِدْمَتِيْ اَيُّهَا الْفَاضِلَةُ الطَّاهِرَةُ
اَيْنَ صَاحِبُكِ كَمَيْمُوْنَةَ وَيَاقُوْتَةَ وَرُوْبَلَةَ وَفَاتِمَةَ الصَّحَابِيَّةَ وَرُقَيَّةَ
بِنْتِ الْاَحْمَرِ وَيَا لُوْشَةُ بِنْتُ شَمْرَدِلَ اَقْبِلُوْا يَا بَنَاتَ مُلُوْكِ الْجِنِّ
شَمْعَاطَ وَدَنْهِيُوَ يَرْعُوْتَ اَنِيْتُوْنَ مَزْجَلْ بَزْجَلْ تَرْقُبْ اِفْعَلُوْا
مَا تُؤْمَرُوْنَ

এই আমলের ফলে, আপনার সামনে প্রকাশ হবে বিশাল আকৃতির এক সাপ, তাকে ভয় পাওয়া যাবে না এবং সে আপনার গলায় বেচানোর চেষ্টা করবে। আপনি ঐ দুআটি বেশি

করে পড়তে থাকবেন, ফলে সে চলে যাবে। অতঃপর প্রকাশ হবে আপনার সামনে অনেক গুলো পরী, প্রত্যেকের পোষাক হবে ইয়াকুত ও লাল রেশমির আর তাদের হাতে থাকবে স্বর্ণ রুপার টাকা ভর্তি পাত্র, তারা আপনাকে বলবে, হে অমুক তুমি ইহা গ্রহণ করো, আপনি উত্তর দিবেন না, কারণ তারা চলে যাবে। অতঃপর প্রকাশ পাবে সাদা এক মহিলা লুলুর মতো তার হাতে থাকবে স্বর্ণের ব্রেসলেট, পায়ে থাকবে লাল ও সবুজ রং এর ইয়াকুতের পায়ের দুল। মোট কথা সাজ সজ্জায় পরিপূর্ণ, তার সাথে থাকবে তার খাদেম তার সুন্দর্য আপনার দৃষ্টি কেড়ে নিবে,সে আপনাকে সালাম করবে, তার আওয়াজ এতো মধুর শোনার সাথে সাথে তার সাথে মুলাকাত করতে মন চাবে,সে চাবে আপনাকে বিবাহ করতে। খবরদার একাজ কখনও করা যাবে না। কারণ তাকে বিবাহ করলে আপনি আর কোন মেয়েকে বিবাহ করতে পারবেন না। এরপর আপনি তাকে শর্ত দিবেন, জিনকে বশ করার আর মানুষকে বশ করার।

জিন বশ করার চতুর্থ পন্থা

এই আমলটি খুবই সংক্ষিপ্ত, তাই যে করতে ইচ্ছুক সে, যে কোন আরবী মাসের বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করবে, ৭ দিন রোজা রাখবে, হাতের তালুতে নিম্নের দুআটি লিখে, প্রত্যেক নামাযের পর এক হাজার বার পাঠ করবে। এভাবে যখন সপ্তম দিন হবে, তখন তার সামনে প্রকাশ হবে এক খাদেম ইদুর বা অন্য কোন পুকা মাকড়ের আকৃতিতে, তখন সে ধুপ জ্বালাবে যার মধ্যে থাকবে লাল চন্দন, বুনো আঠা ও মেরি গাছ, আর সে দুআটি পাঠ করতে থাকবে যতো সময় না সে, কালো গোলামের

আকৃতিতে প্রকাশ না হয়। যখন কালো গোলামের আকৃতিতে আসবে, তখন আপনি বলবেন যে তুমি যাদু নষ্ট করা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত সৃষ্টি করা ও যে কোন সমস্যার সমাধান ও দাফনকৃত জিনিস নষ্ট করার বিষয় আমার খেদমত করবে। দুআটি এইঃ

اِيُثَنُوْتُ بُرْهَيَا اَسْحِيْنُ تَهْشُّ اَقْبِلْ يَا بُرْقَانَ الْعِفْرِيْتِ
وَيَا مَيْمُوْنَ الْاَرْزُقِ

জিন বশ করার ৫ নং পন্থা

নিম্নের দুআটি প্রতিদিন দশ হাজার বার পাঠ করতে হবে,এই সময় আপনি অবস্থান করবেন ফাকা ময়দানে, আর আপনার সাথে থাকবে, লোবান মিশ্রিত ধুপ যা প্রতিদিন ঘুমানোর সময় জালাবেন, ২০ তম দিনে আপনার সামনে হাজির হবে লম্বা কালো এক গোলাম, তার মাথা থাকবে আসমানে আর পা থাকবে জমিনে। আপনি তার নিকট চাবেন আংটি যা তার হাতে থাকবে, সে আপনাকে দিবে। অতঃপর যখনই আপনি এই দুআটি পাঠ করে তার খেদমত পাওয়ার জন্যে তার নাম ধরে আহবান করবেন সে এসে হাজির হবে, তার নাম হলো شَمْطُوْنُ الْغُلَامِ আর আপনি যা তাকে বলবেন সে তা আপনাকে করে দিবে। তবে সাবধান জায়েজ ব্যতিত নাজায়েজ কাজে ব্যবহার করলে আপনার ক্ষতি হবে। দুআটি এইঃ

طشْتَمِيْئَا مِنْ وَتَبُوْنٌ مِنْ اَسْحِيْمِ

জিনকে বশ করার ৬ নং পন্থা

এই জিনকে বশ করতে হলে, আপনার শরীর ও কাপড় পবিত্র হতে হবে এবং শরীর বন্ধ থাকতে হবে। আর এমন স্থানে যেতে হবে, যেখানে মানুষ বসবাস করে না। আল্লাহ তা'য়ালার জন্য ২৮ দিন রোজা রাখতে হবে। আর নিম্নের দুআটি এই ২৮ দিনে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর ২৮ বার করে পাঠ করতে হবে। যখন ২৮ তম দিন আসবে তখন দুআটি একটি লাল কাগজে লিখে আপনার সামনে রেশমির সূতা দ্বারা ঝুলিয়ে রাখবেন। আর এই খাদেম আপনার সামনে লাল ঘোড়ায় আরোহণ করে আসবে আর তার সাথে থাকবে বড় সৈন্যদল। সে আপনাকে সালাম দিবে আপনি তার সালামের উত্তর দিবেন, তারপর সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন প্রয়োজনে আমাকে ডেকেছেন? আপনি তাকে বলবেন আপনি কাগজটাকে রুপায় পরিবর্ত করেন, আর তদবীরের জাবতীয় বিষয় আমাকে সাহায্য করবেন। সে আপনার শর্ত গ্রহণ করবে। আর আপনাকে কিছু শর্ত সে দিবে যদি আপনি পালন করতে সক্ষম হন তাহলে মেনে নিবেন। তারপর আপনি উঠে আপনার আমল শুরু করবেন আর আমল অবস্থায় সুগন্ধি যুক্ত ধুপ জালাবেন। দুআটি এইঃ

سَرْقُوْدٌ وَطَيُوْدٌ وَطَاوُوْعٌ رِفَاوُوْغٌ اَقْبِلْ يَا اَحْمَرُ اَنْتَ وَجُنُوْدَكَ اِلَى
خِدْمَتِيْ وَاِلَى مَجْلِسِيْ بِحَقِّ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢)
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

(٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى
وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ
خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ
مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ [يس/٥١] فَإِذَا
هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ [يس/٥٣] وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ
يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ
[سبأ/١٢]

জিনকে বশ করার ৭নং পন্থা

এই আমল করার জন্য শর্ত হলো, মানুষ শূন্য স্থানে থাকবেন, ২১ দিন একাধারে রোজা রাখবেন, আর সর্বাবস্থায় পবিত্র অবস্থায় থাকবেন। আর প্রতিদিন সূরা শামস পাঁচ শত বার করে পাঠ করবেন, প্রতি একশত বার পরে নিম্নের দুআটি পাঠ করবেন। দুআটি এইঃ

يَا بَرْدَ مُوْشَ اَقْبِلْ بِحَقِّ شَمَاتَ كَمَاتَ نُوْدَ وَطَرْهُوْشَ وَيَا نُوْخُ اَقْبِلْ يَا
خَدِيْمَ السُّوْرَةِ الْمُبَارَكَةِ وَافْعَلْ مَا اُمِرْتُكَ بِهِ مِنْ قَلْبِ الدَّرَاهِمِ وَ
جَلْبِ النِّسَاءِ وَ جَلْبِ الْقُلُوْبِ وَالتَّمْرِيْضِ وَاِخْلَاءِ الدِّيَارِ بِحَقِّ مَنْ
عَلِمَ مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ

এই আমল চলা অবস্থায়, বুখুরে সাঈদ ব্যবহার করবেন। আমল পূর্ণ হলে, এই আমলের খাদেম সাদা রং এর এক ব্যক্তি আপনার সামনে প্রকাশ হবে, যার পোষাক হবে সবুজ, তার হাতে থাকবে তরবারী, সে আপনাকে বলবে কি প্রয়োজনে আমাকে ডেকেছো? আপনি বলবেন আপনার কাছে আমি কিছুই চাই না। সে আপনাকে একটা লাল তামার আংটি দিবে। এরপর থেকে যখন আপনার প্রয়োজন দেখা দিবে,তখন আপনি তাকে সূরা ও দুআর মাধ্যমে ডাকবেন সে উপস্থিত হবে। আর জেনে রাখুন সে যে আংটি আপনাকে দিবে তাতে লিখা থাকবে,, اِسْمُ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

জিনকে বশ করার ৮ নং পন্থা

আল্লাহ তা'য়ালার জন্য ১০ দিন রোজা রাখবেন, আর আমলের শুরুটা হবে জুমআর দিন থেকে, আর ইফতার করবেন শুধু কালো কিশমিশ দ্বারা। আর নিম্নের দুআটি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর ১৪০ বার পাঠ করবেন। দুআটি এইঃ

سَرِيُوَدُ بَنُوْحُ عَاجُوْلُ وَطَمِيُوَلُ اَقْبِلْ يَا اَبَا الْكَلْبِ وَافْعَلْ مَا اُمِرْتُكَ

بِحَقِّ هَذِهِ الْاَسْمَاءِ السُّرْيَانِيَّةِ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ

[الواقعة/٧٦]

এই আমল চলা অবস্থায় ওয়াশকের ধুপ জালাবে। আমলের শেষ দিনে দুআটি তিন হাজার বার পাঠ করবেন।আমল শেষ হলে আমলের খাদেম হাজির হবে, কুকুরের সুরাতে, তাকে শর্ত দিবেন হালাল কাজের যে, সে আপনাকে কি কি কাজ করে দিবে। যেমন ধরুণ স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বত, রোগ দূর করা, যাদু নষ্ট করা, ইত্যাদি।

জিনকে বশ করার ৯ নং পন্থা

এই আমল করার জন্য এক ঘরে এতেকাফ করবেন, একাধারে ৪০দিন রোজা রাখবেন, হালাল খাবার দ্বারা ইফতার করবেন, মহিলার নিকটবর্তী হওয়া যাবে না। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর নিম্নের দুআটি এক শত বার পাঠ করবেন, আমলের শেষ দিনে সূরা জিন ৩ বার পাঠ করবেন। আমল করার সময় সুগন্ধিযুক্ত ধুপ জালাবেন। দুআটি এইঃ

اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْمَلِكُ الْاَبْيَضُ اَقْبِلْ اَنْتَ وَ خُدَّامَكَ بِحَقِّ

مَشْرَبُوْعَ وَشَامُوْلَ وَدَرُوْطَ اِفْعَلْ مَا اُمِرْتُكَ نُوْدَجُ وَسَرْبَلِيْطُ وَشَرْهَامُ

যখন আপনার আমলের সময় শেষ হবে,তখন আপনি ফাকা ময়দানে বের হয়ে যাবেন,আর আপনার সাথে থাকবে লোবান, আপনি যমিনের মধ্যে ঘুরতে থাকবেন, এর মধ্যেই আপনি ঐ দুআটি লিখবেন আর পড়তে থাকবেন, এর মধ্যে প্রকাশ হবে আপনার সামনে জিনের একটি দল তাদেরকে আপনি যে শর্ত দিবেন তারা তা মেনে নিবে।

জিনকে বশ করার ১০ নং পন্থা

এই আমলটি উমায়্যাদের গোপন বই থেকে নেওয়া, এটি আপনি একটি সবুজ কাপড়ের উপর লেখবেন, আর উহাকে তেল দ্বারা পুড়াবেন ১৭ তম রাতে। আর এই কয়েকদিন আপনি ফাকা ময়দানে থাকবেন, আর এই কয়েকদিন আপনি প্রতি নামাযের পরে ৩০০ বার করে পাঠ করবেন, আমল করা অবস্থায় ধুপ জ্বালাবেন, যখন আপনার নির্ধারিত সময় শেষ হবে তখন আপনি

ঐ লেখা কাপড়টাকে একটি নতুন লাম্পের সলিতা বানিয়ে উদের তেল দ্বারা জ্বালাবেন, আর এ সময়ে আপনি ঐ দুআটি পড়তে থাকবেন, কাজটি করবেন ইশার নামাযের পরে, ফলে এই আমলের খাদেম দত্ত আকারে প্রকাশ পাবে, তখন আপনি দুআটি পড়া আরো বাড়িয়ে দিবেন ফলে সে চলে যাবে। এর পরে প্রকাশ হবে বাঘ আকারে তাকে আপনি যে শর্ত দিবেন সে তা মেনে নিবে। এটি হলো ইফরীত জিন সে জিনদের যাবতীয় রোগ দূর করতে পারে। এই জিনের নাম আসওয়াদুল ঝারকদ। দুআটটি এইঃ

صَبْرُوْحُ يَنْكِبُ مَيْهُوْبُ مُشْجَرَةُ اَقْبِلْ يَا اَسْوَدَ الزَّرْقَادِ وَافْعَلْ مَا اُمِرْتُكَ

জিনকে বশ করার ১১ নং পন্থা

এই জিন হলো, উচ্চতর রুহানী জগতের সেবক, একে বশ করতে হলে ৪৯ দিন আপনাকে নির্জন স্থানে থাকতে হবে ও রোজা রাখতে হবে। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে এক হাজার বার নিম্নের দুআটি পড়তে হবে। আমল করা অবস্থায় ধুপ জ্বালাতে হবে। আর ঘুমানোর সময় দুআটি হাজার বার পড়তে হবে। যখন আপনার আমলের সময় শেষ হবে তখন আপনি অনেক গুলো সেবককে দেখতে পাবেন, তাদের মধ্যে যাকে আপনার ইচ্ছা আনুগত্য করার আবেদন করতে পারেন, সে আনুগত্য হয়ে যাবে। দুআটি এইঃ

بَرْنُوْدُ حَيْرُوْدُوَشُوْشُ عَزِيْزٌ فِيْ مُلْكِهِ

জিনকে বশ করার ১২ নং পন্থা

এই মুয়াক্কিল হলো, আবু ইয়াকুবের খাদেম, আল্লাহ তা'য়ালার জন্য ৩০ দিন রোজা রাখবে, এই আমল শুরু করবে মঙ্গলবার থেকে কসমটি পড়বে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে ৭০ বার। যখন শেষ দিন আসবে,সেদিন কসমটি এক হাজার বার পাঠ করবে। কসমটি এইঃ

اَقْبِلْ يَا اَبَا يَعْقُوْبَ الْاَحْمَرِ اَنْتَ وَجُيُوْشَكَ وَافْعَلْ مَا اُمِرْتُكَ بِهِ بِحَقِّ
سَامَ سَامَ قُدُّوْسٍ رَاْسِ هَيْمِلَ وَ بِحَقِّ الَّذِيْ قَالَ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ
اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ [فصلت/١١] سَمْهَارِعُ نَمُوْهُ
شَنْطَارِعُ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا
حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَا
قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ
وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١)
وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [الأحقاف/٣٢٢٩] وَ بِحَقِّ بَاهَ بَاهَ وَإِنَّهُ
لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ [الواقعة/٧٦]

যখন ৩০ দিন পূর্ণ হবে, তখন প্রকাশ হবে এই আমলের খাদেম লাল খচ্চরে আরোহী অবস্থায়, আপনি তাকে যে শর্ত দিবেন সে তা মেনে নিবে।

জিনকে বশ করার ১৩ নং পন্থা

এই জিনের নাম হলো শুমীর, সে একজন মুমিন জিন, যে একে বশ করবে, সে যেনো তাকে কোন নাজায়েজ কাজে ব্যবহার না করে।

এই জিনকে বশ করার উপায়, নিম্নের দুআটি সাত রাত পড়তে হবে,যখন রাত গভীর হবে, মানুষ ঘুমিয়ে যাবে। প্রতি রাতে এক হাজার বার পাঠ করবে, আর এই আমল শুরু করবে জুমআর রাত থেকে। দুআটি এইঃ

يَا ذُوالْبَطْشِ الشَّدِيْدِ الَّذِيْ لَا يُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ بِقَهْرِ عَزِيْزِ سُلْطَانِهِ

এই দুআটি এক হাজার বার পড়ার পরে, নিম্নের দুআটি দশ বার পাঠ করবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ يَا خَطْفَ خَطُوْفَ بِلَعْلَعَ جَرْجُوْهَنَ يَا هَطَبَ مَهُوْلَ كَمُوْشَ اَجِيْبُوْا بَيْهَلَش بَهْلُوْشَ بِقُلُوْشَ طَاشَ طُوْرَشَ يَهْ يَهْ بِمَلِيْحَ شَلْطِيْمِيْحَ بِشَمَاشِمَاخَ الْعَلِيِّ عَلَى كُلِّ يَا هَيْوَاشَ كَرْشَ شَاوَشَ هَرْشَ تُوْثَ عَفِيْثَ كَلْمُوْثَ بَرِيْوَالَ دَهْرَشَانَ اَجِيْبُوْا يَا خُدَّامَ هَذَا السِّرِّ الْعَظِيْمِ بِعُلْيَا عِيْطِيَا شَنُوْخَا بَنُوْخَا

যখন দেখবে এই আমল করার কারণে খাদেম এসে আপনার সামনে হাজির হয়েছে, তখন বলবেন, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ

এই আমল খুবই শক্তিশালি, এখলাসের সাথে করতে পারলে, এক সপ্তাহেই ইনশাআল্লাহ এর ফলাফল পেয়ে যাবেন।

জিনকে বশ করার ১৪ নং পন্থা

কারীন জিনকে বশ করার পন্থাঃ- আপনি যখন এই আমল করার ইচ্ছা করবেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একাধারে ৭ দিন রোজা রাখবেন, আর এই অবস্থায় প্রতিদিন এক হাজার বার নিম্নের দুআটি পাঠ করবেন। এই আমলের ফলে আপনার কাছে সে আসবে আপনার আনুগত্য করবে, আর আপনাকে সংবাদ দিবে মানুষের অন্তরের সব বিষয় ,এই আমল করার সময় আপনার নিকট সুগন্ধিযুক্ত ধুপ জ্বালাবেন। দুআটি এইঃ

كَشْ كَشْ مَشْ مَشْ طَكَشْ شَمْلَاخْ شَمْلَاخُ غَكَمَشْ غَكَمَشْ شَمْلِيْخُ شَمْلِيْخُ اَجِبْ يَا خَادِمَ هَذِهِ الْاَسْمَاءِ وَاَخْبِرْنِيْ بِمَا فِيْ جَمِيْعِ ضَمَائِرِ النَّاسِ وَاَخْبِرْنِيْ فِيْ اُذُنِيْ ضَمَائِرَ الْعَالَمِ وَاَخْبَارَهُمْ اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلْعَجَلُ اَلْعَجَلُ اَلسَّاعَةُ لِسَاعَةٍ

জিনকে বশ করার ১৫ নং পন্থা

ওয়াশওয়াশ জিনকে হাজির করার উপায়ঃ- ১৪ দিন নির্জন স্থানে এই আমলটি করতে হবে, আর আমল করার সময় আপনার নিকট সুগন্ধিযুক্ত ধুপ জ্বালাবেন, প্রতিদিন এক হাজার বার নিম্নের দুআটি পাঠ করবেন, যখন আপনি আপনার কানে ফিসফিস আওয়াজ

শুনবেন তখন বুজবেন যে সে এসে গেছে। তখন আপনি বলবেন যে, তুমি তোমার কানের নিকটে হাত রাখো আর আমাকে সংবাদ দিবে, ওয়াদা করবে যে আমি যে স্থানে যে সময় তোমাকে ডাকবো তুমি এসে হাজির হবে। আর যে বিষয় আমি জানতে চাইবো সে বিষয় আমাকে সংবাদ দিবে। আর সে আপনাকে তার নাম বলে দিবে, এরপর থেকে যখন আপনি তাকে ডাকতে ইচ্ছা করবেন দুআটি পাঠ করে তার নাম ধরে ডাক দিলে সে এসে হাজির হবে। দুআটি এইঃ-

كَمْشُ كَمْشُ مَشْهَسُ مَشْهَسُ كَكَشُ كَكَشُ شَمْلَخُ شَمْلَخُ اَجِبْ وَاَحْضِرْ
يَا خَادِمَ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ وَاَخْبِرْنِيْ عَمَّا فِيْ ضَمَائِرِ النَّاسِ

এই আমল চলা অবস্থায় নিম্নের দুআটি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর একশত বার করে পাঠ করবে। দুআটি এইঃ-

يَا اَللّٰهُ يَا دَلِيْلُ يَا عَلِيْمُ سَخِّرْ لِيْ مَنْ يُخْبِرُنِيْ عَنْ طَلَبِيْ بِقُدْرَتِكَ وَبِحَقِّ
اَسْمَائِكَ يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ

জিনকে বশ করার ১৬ নং পন্থা

এই আমলকে বলে রিয়াসাতুল খতফি,আল্লাহ তা'য়ালার জন্য আপনি ৭ দিন রোজা রাখবেন, এই ৭ দিন আপনি নির্জন স্থানে অবস্থান করবেন, আগুনে পাকানো কোন জিনিস খাবেন না। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে এক হাজার বার করে নিম্নের আমলটি করবেন, সপ্তম রাতে আপনার সামনে হাজির হবে তুর্কি পোষাক পরিহিত এক গোলাম, যার হাতে থাকবে বিজলির মতো আলো উহা সে আপনার দিকে নিক্ষেপ করবে, এরপরে সে আবার

আসবে, এসে আপনাকে সালাম দিবে আপনি উত্তর দিবেন না বরং তৃতীয় বার আপনি তার সালামের উত্তর দিবেন।তারপর সে বলবে যে আপনি আমার কাছে কি চান? আপনি বলবেন আমার বাকি জীবন তোমার সেবা চাই, সে বলবে আমি শুনেছি আর মেনে নিয়েছি,আর আপনি তার থেকে ওয়াদা নিবেন শর্তগুলোর উপর আর এই শর্তগুলো লিখা থাকবে একটি সবুজ রেশমির কাপড়ের উপর যা আধা হাত লম্বা ও চৌড়া হবে। এরপর থেকে যখনই তাকে আপনি ডাকবেন সে এসে হাজির হবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ-

يَا نُوْرُ يَا هَادِيُّ يَا مُغِيْثُ يَا مُبِيْنُ يَا لَطِيْفُ

জিনকে বশ করার ১৭ নং পন্থা

বৃহস্পতিবার আপনি রোজা রাখবেন রিয়াদতের শর্তগুলো মেনে, আর শুক্রবার রাতে আপনি মানুষ থেকে আলাদা নির্জন ঘরে অবস্থান করবেন, আর আপনার নিকট ধুপ জ্বালাবেন, আর নিম্নের আয়াতটি এক হাজার বার পাঠ করবেন, এরপরে আপনার সামনে প্রকাশ পাবে এক অজাগর সাপ বা ইদুর আপনি ভয় পাবেন না তাহলে ক্ষতি করার সম্ভাবনা আছে, আপনি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাওফিক চেতে থাকবেন। আর এই আমল দ্বারা যদি দুনিয়ার কোন কিছু পেয়ে জান তাহলে তা অপচয় করবেন না। দুআটি এইঃ-

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيْمٍ [يس/٥٨

জিনকে বশ করার ১৮ নং পন্থা

আপনি আল্লাহ তা'য়ালার জন্য রোজা রাখবেন ২১ দিন, এই ২১ দিন নির্জন স্থানে অবস্থান করবেন, সব সময় আপনার শরীর এবং

কাপড় পবিত্র রাখবেন। প্রতিদিন সূরা শামস পাঁচ শত বার করে পাঠ করবেন, প্রতি একশত বার পরে একবার নিম্নের দুআটি পাঠ করবেন। আমল যখন শেষ হবে প্রকাশ হবে আপনার সামনে এই আমলের খাদেম, যার চেহারা হবে সাদা, তার পরিহিত কাপড় হবে সবুজ রং এর, হাতে থাকবে তরবারী আপনি তার থেকে ওয়াদা নিবেন আর তার কাছে যা চাওয়ার তা চাবেন, সে আপনাকে দিবে একটা তামার লাল রং এর আংটি, তাতে সুরিয়ানী ভাষায় এসমে আজম লেখা থাকবে। এর পর থেকে যখনই আপনি আংটিটা নড়াচড়া করে সূরা ও দুআটি পাঠ করবেন সে এসে হাজির হবে আর আপনার প্রয়োজন পূরণ করে দিবে। দুআটি এইঃ-

يَا بَرْدِيُوْشُ اَقْبِلْ بِحَقِّ شَمَاتَ شَمَاتَ وَ فُوْدَ وَصَرْهُوْشَ وَيَا نُوْحُ اَقْبِلْ
يَا خَدِيْمَ السُّوْرَةِ الْمُبَارَكَةِ وَافْعَلْ مَا اُمِرْتُكَ بِهِ مِنْ جَلْبِ الدَّرَاهِمِ
وَجَلْبِ النِّسَاءِ وَالتَّمْرِيْضِ وَاِخْلَاءِ الدِّيَارِ بِحَقِّ عِلْمٍ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ

জিনকে বশ করার ১৯ নং পন্থা
জিনের বাদশাকে বশ করার আমল

যদি কোন ব্যক্তি জিননের বাদশাকে বশ করতে ইচ্ছা পোশন করে, তাহলে তার জন্য করণীয় হলো, নিম্নের আমলটি এখলাসের সাথে করবে তাহলে আমি আশাবাদি জিনের বাদশা যে কোন এক আকৃতিতে হাজির হতে বাধ্য হবে। তবে হাজির হওয়ার পর সে আপনাকে বলবে যে তুমি আমার কাছে কি চাও বলো তোমাকে তাই দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে আপনার করণীয় হলো আপনি বললেন যে, আমি আপনার কাছে চাই যে আমি যখন আপনাকে ডাকবো

তখন আপনি আমার কাছে এসে হাজির হবেন, কি ভাবে আপনি আসবেন? আর কতো বার এই অজিফা পাঠ করলে আপনি আসবেন বলেন? তখন সে কিভাবে আসবে এবং কতো বার এই অজিফা পাঠ করতে হবে তা সে বলবে। আমলটি এইঃ প্রতিদিন দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদাই করার পর দুআ করার পরে বা পূর্বে আয়াতুল কুরছি, এখলাসের সাথে চোখ বন্ধ করে পাঠ করবেন, তারপর সূরা আর রহমানের নিম্নে প্রদত্ত আয়াত তিন বার পাঠ করবেন, এই আমলটি মোট ৪৫ দিন করলে জিনের বাদশা এসে হাজির হবে ইনশাআল্লাহ।

আয়াতুল কুরছি এইঃ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
[البقرة/٢٥٥]

সূরা আর রহমানের আয়াত এইঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا
تَنْتَصِرَانِ [الرحمن/٣٥٣٣]

জিনকে বশ করার ২০ নং পন্থা

মুয়াক্কেল দ্বারা প্রতিটি জায়েয কাজ পূর্ণ করার উপায়

যদি কোন ব্যক্তি জায়েয কোন কাজ মুয়াক্কেল দ্বারা করাতে ইচ্ছা করে, তাহলে আজকের আলোচনা তার জন্য, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ফায়দা জনক আমল। এই আমলের জন্য শর্ত হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে জামাতের সাথে।

ইশার নামায আদায় করে কোন একটি কামরায় এই আমলটি করবেন, তবে মনে রাখার কথা হলো, কেউ ঐ রুমে থাকতে পারবে না আর ঐ রুমে আগরবাতি জালাবেন,তার পরে নিম্নের দুআটি ১০০ বার পাঠ করবেন এভাবে এক সপ্তাহ করবেন। ইনশাআল্লাহ এক সপ্তাহের মধ্যে এই আমলের মুয়াক্কেল আপনার অনুগামী হয়ে যাবে। এই আমল করার দ্বারা কেউ কেউ প্রথম দিনেই আমেল হয়ে যাবে আবার কারো ২য় দিনে এভাবে কারো এক সপ্তাহও লাগতে পারে। আর এই আমল দ্বারা মুয়াক্কেল সরাসরি আপনার সাথে দেখা করবে না। মুয়াক্কেল আসার আলামত হলো, আপনার জোরে জোরে হায় আসা শুরু হবে তখন আপনি আমল বন্ধ করে দিবেন। এই হায় আসা প্রথম রাতেও হতে পারে দ্বিতীয় অথবা শেষ রাতেও হতে পারে।

এরপর থেকে যখন কোন জায়েয কাজের প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন এই আমল আপনি করবেন, ৭ বার ২১ বার বা ৪১ বার এর মধ্যে আপনার হায় উঠা শুরু হবে, যখন হায় উঠা শুরু হবে তখন এর মধ্যে আপনি তিন বার বলবেন যে, আমার এই কাজে আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে সাহায্য করো ইনশাআল্লাহ সাথে সাথে এর ভালো ফলাফল পাবে। দুআটি এইঃ

يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا دَيَّانُ يَا حَضْرَتْ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ
حَضْرَتْ مِهْرَا كَسَانُ يَا حَضْرَتْ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرْ شُوْد

জিনকে বশ করার ২১ নং পন্থা

যে কোন সময় মুয়াক্কিল হাজির করার আমল

এই আমলের মধ্যে চিল্লার কোন প্রয়োজন নাই, আমেল যখন মন চায় তখনই হাজির করতে পারবে, তবে শর্ত হলো, আমেলের মুত্তাকী ও পরহেজগার হতে হবে।

এই আমলের নিয়ম এইঃ প্রথমে নিম্নের আয়াতটি কোন এক পিচ কাগজে লিখে তা সূতা দ্বারা যে দেখতে চাচ্ছে তার মাথায় এমন ভাবে বেধে দিবে যে সে তা পড়তে পারে, আয়াতটি এইঃ [فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ [ق/٢٢ অতঃপর নিম্নের নকশাটি তার ডান হাতের তালুর উপর কালো কালি দ্বারা লিখবে এবং গোল কালো দাগের উপর গভীর মনোযোগ সহ দেখার জন্য বলবেন। আর আমেল নিজে তিন বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করে, তিন বার নিম্নের দুআটি পাঠ করে তার শরীরে ফুঁক দিবে, আর দুআ পড়া অবস্থায় তাকে মুয়াক্কেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। ইনশাআল্লাহ কয়েক মিনিটের মধ্যে সে এসে উপস্থিত হবে এবং সালাম দিবে। আর কাজ শেষ হলে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করবেন। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ الْكَرِيْمِ إِنَّهُ
مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُوْنِي

مُسْلِمِينَ طَائِعِينَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ اَيْنَ الْمُلُوْكِ اَيْنَ الْقَيَّادِيْنَ اَيْنَ الْاَكْوَانِ اَيْنَ الَّذِيْ اِذَا نَشَرُوْا اَجْنِهَتَهُمْ سَدُّوْا الْاَفَاقِ اَنْزِلُوْا اَنْزِلُوْا اُحْضُرُوا اُحْضُرُوا وَ عَجِّلُوا وَعَجِّلُوا اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلسَّاعَةُ اَلسَّاعَةُ بِخَيْرٍ لَكُمْ اَيْنَ مَذْهَبُ الْاَمِيْرِ اَيْنَ مَرَّةُ الْاَمِيْرِ اَيْنَ الْاَحْمَرُ اَيْنَ بُرْقَانُ الْاَمِيْرِ اَيْنَ شَمْهُوْرُشْ اَيْنَ الْاَبْيَضُ اَيْنَ مَيْمُوْنُ الْاَمِيْرِ اَيْنَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ فِيْ شَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً اِلَيَّ مُحْضَرُوْنَ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

যে নকশাটি হাতে লিখতে হবে সেটি এইঃ

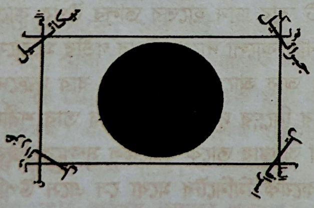

জিনকে বশ করার ২২ নং পন্থা

রুকাইয়াইল নামক মুয়াক্কিলকে হাজির করার উপায়

এই আমলটি অন্য সব আমল থেকে আলাদা অল্প কয়েক দিন মেহনত করে হাছিল করা যায়। আর এই আমল যে করবে সেই এর ফায়দা ও উপকারীতা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে।

আমলের নিয়মঃ-

এই আমলের জাকাত মাত্র ৭ দিনে আদায় করতে হয়,এই আমল যে কোন আরবী মাসের প্রথম শুক্রবার থেকে শুরু করবে, আর এই আমল করা অবস্থায় মাছ ও গোস্ত এবং আগুনের রান্না করা বস্তু থেকে পরহেজ করবেন। আমলের স্থানে সুগন্ধ বস্তুর ধোয়া দিবেন, আর আমল এমন এক রুমে করবেন যে রুমে মানুষের আসা-যাওয়া থাকবে না। আমল চলার সময় রোজা রাখবেন, এই আমল আদবের সাথে কেবলা মুখি হয়ে বসে করবেন, প্রথমে ৭ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবেন, তারপর নিম্নের দুআটি ২৮১ বার পাঠ করবেন, অতঃপর আবার ৭ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবেন। এই ভাবে ৭ দিন প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে করবেন, ইনশাআল্লাহ আমল আপনার আয়ত্বে চলে আসবে আর এই আমলের মুয়াক্কিল রুকাইয়াইল স্বপ্নে অথবা বাস্তবে আপনার সাথে দেখা করবে। এরপর থেকে প্রতিদিন ৪৫ বার করে পাঠ করবেন। আর আমল করা শেষ হলে, তারপর যে কোন সময় কেবলা মুখি হয়ে বসে ৪৫ বার পাঠ করলে এসে হাজির হবে। দুআটি এইঃ

اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا رُوْقَيَائِيْلُ سَامِعًا مُطِيْعًا بِحَقِّ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ

জিনকে বশ করার ২৩ নং পন্থা

সূরা মুয্যাম্মিল দ্বারা জিন হাজির করার উপায়

কোন আরবী মাসের প্রথম জুমআর রাত থেকে আমলটি শুরু করবেন, যে কোন আমল যতো বিনয়ের সাথে করা যাবে তাতে

ততো বেশি উপকার হবে। তাই আমলটি নির্জন কক্ষে নিরিবিলি করতে পারলে উপকার হবে ইনশাআল্লাহ। আমলের নিয়মঃ

প্রথমে দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবেন ১১ বার, তারপরে সূরা মুয্যাম্মিল পাঠ করবেন ৪১ বার অতঃপর আবার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবেন ১১ বার। এভাবে এই আমলটি মোট ৪১ দিন করবেন। আমল শেষ করে ৩ বা ৫ বা ৭ জন দরিদ্র লোককে খাওয়াবেন আর ঐ রাতে ১১ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করে ঘুমিয়ে থাকবেন, সকালে যে লোক এসে আপনাকে সালাম করবে, সেই জিন। তাকে আপনি যা জিজ্ঞাসা করবেন সে তার উত্তর দিয়ে দিবে। তবে সে জিনকি না তা জানার জন্য সূরা জিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করলে সে যদি জিন হয়, তাহলে সে রেগে যাবে।

জিনকে বশ করার ২৪ নং পন্থা

সূরা জিন দ্বারা জিনকে বশ করার উপায়

আমেল খুব সাহসী হলে, জিনকে তাসখির করতে পারবে। আর ঐ জিন দ্বারা অনেক কঠিন কাজকেও সমাধান করতে পারবে। তবে এই আমল খুবই বিপদজনক তাই না করাই ভালো, তবে কেউ একান্ত করতে চাইলে, ৩ চিল্লা তথা মোট ১২০ দিন নির্জনে থাকবে। এই দিনগুলিতে মাছ, গোশ্‌ত, ঘি, মাখন, দুধ, দধি, লবণ, ইত্যাদি খাবে না, শুধু শাক শবজি লবণ ছাড়া রুটির সহিত খাবে এবং ৩ চিল্লায় ১২৫০০০ বার সূরা জিন পাঠ করবে। আর প্রতিদিন আমল শুরু করার পূর্বে ও পরে কয়েক বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে। আর এর সওয়াব সুলাইমান (আ.) এর রুহের উপর বকশেশ করবে। শেষ দিনের রাতে অতি সুন্দর

পোশাকে একজন লোক আসবে। সালাম দিবে এবং তাকে কোন কাজের জন্য ডাকা হয়েছে তা সে জিজ্ঞাসা করবে? আমেল কোন কাজের নির্দেশ দিবে না। কারণ কোন কাজের নির্দেশ দিলে, সে তা করে চলে যাবে। তাই তাকে বলবে,আপনি হাজির থাকবেন।এই ১২০ দিনের মধ্যে আমেল ভয়াবহ অনেক কিছু দেখতে পারে,তবে ভয় পাবে না কারণ ভয় পেলে আমল আর কাজ করবে না।অতি সাহসের সাথে কাজ করবে। চিল্লা শুরু করার পূর্বে আয়াতুল কুরছি দ্বারা গোল দায়েরা দিয়ে নিবে। আর আমেল প্রতিদিন এক পারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত এবং এক মঞ্জিল মুনাজাতে মাকবুল অবশ্যই পড়বে।

জিনকে বশ করার ২৫ নং পন্থা

মুমিন জিন হাজির করার উপায়ঃ- এই আমল করতে হলে, আপনি নির্জন ঘরে অবস্থান করবেন, আপনার শরীর ও কাপড় পরিষ্কার রাখবেন, ঘরে যেনো কোন প্রকারের আলো না থাকে। এরপর আপনি

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ৩ বার পাঠ করবেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ৭ বার পাঠ করবেন, أَعَانَ اللهُ مَنْ أَعَانَنِيْ عَلَى خَيْرٍ ৩ বার পাঠ করবেন, অতঃপর দাড়াবেন আর কেবলা মুখি হয়ে সূরা জিন ৭ বার পাঠ করবেন। তারপর ডান দিকে ঘুরবেন আর পাঠ করবেন, أَحْسَنَ اللهُ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيَّ مِنْ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِيْنَ। তারপর বাম দিকে ঘুরে পাঠ করবেন, يَصْفَدِيْشُ ৩

বার, يَقْطَلَمِيدِيُشُ ৩ বার, তারপর পাঠ করবেন, تَزْدَادُوْا بِهَا
سُرُوْرًا وَسِرًّا عَلَى سِرِّكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الْاَرْوَاحُ الطَّاهِرَةُ
الْمُطَهِّرِيْنَ مِنْ جَانِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

এই দুআ পড়ার পরে আপরি সালামের উত্তর শুনতে পাবেন, তারপর আপনি যে বিষয় তার কাছে চাইবেন সে বিষয় সে আপনার উপকার করবে ইনশাআল্লাহ। এভাবে আপনি যে কোন রাতে তাকে ডাকতে পারবেন।

শেষ কথা

এই বইতে আমি নিজের পক্ষ থেকে একটি কথাও লেখি নাই, যা আমি আকাবিরদের কিতাবে পেয়েছি তাই আমি লিখেছি, আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশা বাদি যদি কেউ এখলাসের সাথে, আমি যে ভাবে লিখেছি সে ভাবে আমল করে আশা করা যায় যে, সে সফল হবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি কারো কোন বিষয় বুজতে সমস্যা হয় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আর এই আমলগুলো খুবই কঠিন ও ভয়ানক তাই যারা আমল করতে আগ্রহী তারা ভালো বিজ্ঞ আলেম মুদাব্বির থেকে অনুমতি নিয়ে নিবেন। আর আমি লিখার পরে দ্বিতীয়বার সংসদনের কাজ করা হয় নাই, তাই কোন ভুল প্রকাশ হলে আমাকে অনুগ্রহ করে অবগত করবেন।

যোগাযোগঃ- ০১৭৩৮-৪৫৬৮০৭

কভার ডিজাইন: চিত্রণ-chitran

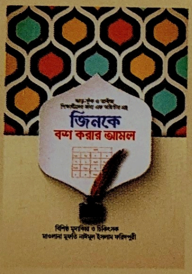

মাকতাবাতুল হিজায
কওমী মার্কেট ৬৫/১ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
বাংলাবাজার, ঢাকা।
www.hijaz7485@gmail.com
@Maktabatulhijazbd